149

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ NOV 14 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রকৃত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

অপরাধী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। গত দুইদিনে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, বিগত ১৬ই জুলাই এফ রহমান হলে গোলাগুলীর সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য ৩ জন, গত ১৪ই এপ্রিল সূর্য সেন হলে এম ফিল গবেষক মুন্সি মোহাম্মদ সেলিমকে ঘুমন্ত অবস্থায় কোপানোর দায়ে ৭ জনকে এবং গত ১৪ই সেপ্টেম্বর মুক্তিপণ আদায়ের জন্য দুই কিশোরকে অপহরণ করিয়া মহসীন হলে আটক করার জন্য ৩ জন দুর্বৃত্ত ছাত্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন অনুষদের ডীন, সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন হলের প্রভোষ্ট, প্রক্টর, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও অন্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শৃংখলা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদিকে কিশোর অপরহণ ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে বহিরাগত দুইজনকে গত বৃহস্পতিবার শহীদুল্লাহ হল হইতে গ্রেফতার করা হইয়াছে। দুর্বৃত্তরা দুই সহোদর কিশোরের মুক্তিপণ হিসাবে তাহাদের দরিদ্র পিতা-মাতার নিকট হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আদায় করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্বৃত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতির অংশ হিসাবে আশ্রয় পাইয়া থাকে। তবে প্রকৃত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করিব সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নিয়াছেন। শিক্ষকেরা জ্ঞানতাপস। তাহারা জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হন। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে জ্ঞানতাপসদের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে এবং নিজেদের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত করিতে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন অপরাধী-সন্ত্রাসী-দুর্বৃত্তের স্থান নাই। কোন ছাত্র পথচ্যুত হওয়ার উপক্রম হইলে তাহাকে সৎপথে আনার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা সম্ভব না হইলে তখস বহিষ্কারসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা উচিত। দুনিয়ার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ম অনুসৃত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত এই নিয়ম বেশীর ভাগ সময় অনুসৃত হয় নাই। ফলে অপরাধপ্রবণ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধা-বন্ধনহীন উন্মুক্ত পরিবেশে ক্রমবর্ধমান হারে অপরাধের ঘটনায় জড়িত হইয়া এক একজন পাক্কা অপরাধীতে পরিণত হইয়াছে এবং অন্য ছাত্রদেরও অপরাধের ঘটনায় সম্পৃক্ত করিয়াছে। চরম দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিও ছাত্র সমাজকে অস্ত্রবাজি-চাঁদাবাজি ইত্যাদির দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে কম ভূমিকা নেয় নাই। লক্ষণীয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র অপরাধীদের বিরুদ্ধে এতদিন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন অপরাধীদের এক একটি অভয়ারণ্যে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের সহযোগী অছাত্র অপরাধীরা অপরাধ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জ্ঞানপীঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহা কত বড় লজ্জা যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রনামধারীরা প্রকাশ্যে গোলাগুলী ও বোমাবাজিতে লিপ্ত হইত। ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র হত্যা করিত। এখনও যে দুর্বৃত্তপনার পূর্ণ ইতি ঘটিয়াছে, তাহা নয়। এখনও ঘুমন্ত ছাত্রকে চাপাতি দিয়া কোপাইয়া হত্যার চেষ্টা করে এবং শিশু অপহরণ করিয়া আনিয়া হলে আটকাইয়া মুক্তিপণ আদায় করে। এই সমস্ত ঘটনা একবার নয়, দুইবার নয়, অসংখ্যবার ঘটিয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি এই ছাত্রনামধারী অছাত্রদের দীর্ঘদিনের পেশা। ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর ছাত্রের অপরাধের হাত কতদূর সম্প্রসারিত হইয়াছিল তাহা ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের সময় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসী বিষদভাবে অবগত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হউক কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হউক ছাত্ররা একদিনে বা একমাসে বড় বড় অপরাধীতে পরিণত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধ করার সুযোগ বা অনুকূল পরিবেশ ছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ছাত্রদের অপরাধী হওয়ার জন্য কিছু দায় তাই অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষকে বহন করিতে হইবে। শিক্ষকেরা তাহাদের জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও উপস্থিতি দ্বারা অপরাধপ্রবণ ছাত্রদের প্রভাবিত করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক উপায়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে রাখিবেন ইহাই তো স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি খারাপ ছাত্র ভাল না হয়, ভাল ছাত্র উত্তম না হয় তাহা হইলে অভিভাবকসহ সাধারণ মানুষ কোথায় সন্তানদের জন্য আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইবেন?

উল্লেখ অনাবশ্যক, দুর্বৃত্ত ছাত্ররা সংখ্যায় কেবল মুষ্টিমেয়ই নয়। একেবারে হাতেগোনা। ছাত্রের খাতায় ইহাদের নাম থাকিলেও ইহারা পেশায় অপরাধী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হইতে কোন প্রটেকশন বা প্রশ্রয় তাহাদের পাওয়া উচিত নয়। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এইসব ক্যাডার বা দুর্বৃত্ত শ্রেণীর ছাত্রের সংস্পর্শ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করা এবং তাহাদের নিরাপত্তা দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার জন্য এই দুর্বৃত্ত ও অপরাধপ্রবণ ছাত্রদের বাড়িতে না দিয়া প্রথমেই তাহাদের বহিষ্কার করা বাঞ্ছনীয় ছিল। তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কখনোই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইত না এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও গুটিকতক দুর্বৃত্ত ছাত্রের হাতে জিম্মি হইত না।